খুলল সে। কয়েকটি অভারকোট আর প্রতিটি অভারকোটের সমান রঙয়ের হ্যাট।
বাদামী রঙয়ের একটা অভারকোট আর বড় হ্যাট পরে নিল শুভঙ্কর। হ্যাট এসেছে নাক বরাবর।
আলমারির ড্রয়ার খুলে পৈশাচিক হাসি হাসল শুভঙ্কর। অ্যাবসিনতে! ভয় কমানোর জন্য এর বেশ প্রয়োজন। ছিপি খুলে যেই চুমুক দিতে যাবে, তখনই দরজা নড়ার মড়মড় শব্দ হলো। বেডরুমের দরজা লক, সম্মুখ দরজা খোলা হলো বুঝি।
বোতলের ছিপি লাগিয়ে শুভঙ্কর বেরিয়ে গেল রুম থেকে। লাইব্রেরিতে কেউ নেই। তখনই বেডরুমের দরজা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।
'কাকে সন্দেহ করছো শুভঙ্কর?' আওয়াজ ভেসে এলো। পিছন ফিরে কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না।
আজ অমাবস্যার রাত। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ল্যাব থেকে একটু আলো আসছে লাইব্রেরিতে। শুভঙ্কর বেডরুমের দরজা খুলতে চাইল। খুলছে না দরজা।
এক পৈশাচিক অট্টহাসি ভেসে এলো। শুভঙ্করের নিরুপায় হয়ে যাওয়া দেখে মনের আনন্দে হাসছে অদৃশ্য কণ্ঠটা।
'হ্যারিকসন? নিতীন? শ্রেয়াস? বাড়িওয়ালা? কাকে সন্দেহ করছেন শুভঙ্কর বাবু? নাম বলুন, সে-ই আপনাকে হত্যা করবে যাকে আপনার সন্দেহ হচ্ছে।'
ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শুভঙ্কর। দৌড়ে মুদি দোকানটার পাশে এসে দাঁড়াল। এদিকটায় আলো আছে। ল্যাম্পপোস্টে হাত দিয়ে হাঁপাতে লাগল সে।
ডানপাশের রাস্তায় একটু পর পর ল্যাম্পপোস্ট আছে। এ রাস্তা দিয়ে কখনও যাওয়া হয়নি শুভঙ্করের। এই মুহূর্তে ঘুটঘুটে অন্ধকার কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সাহস মোটেও নেই। না চিনলেও এখন এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হবে তাকে।
কিছুদূর এলো শুভঙ্কর, ঘামছে খুব। তিনটে ল্যাম্পপোস্ট পেরিয়ে দূরে কেউ আসছে বলে বোঝা যাচ্ছে।
ল্যাম্পপোস্টের নিয়ন আলোতে প্রবীণকে দেখতে পেল শুভঙ্কর।
'শুভঙ্কর দা, এ রাস্তায় যে? এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন?' প্রবীণ হেসে বলল।
শুভঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু কিছু বলল না।

কুকুরটাকে পেরিয়ে এসে দৌড় থামিয়ে হাঁটা শুরু করল শুভঙ্কর। হাঁপিয়ে উঠেছে সে। পিঠ কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। একবার হাত দিলো পিঠে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

দূরে মুদি দোকানের পাশে ল্যাম্পপোস্ট। আলো জ্বলছে। দোকান বন্ধ। নিয়ন আলোতে দেখা গেল, অন্ধকার কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে হ্যারিকসন।

বাদামী রঙয়ের হাফ টি-শার্ট হ্যারিকসনের পরনে। সাদা রঙয়ের ছোটো ছোটো চুল, শ্বেতাঙ্গ। হ্যারিকসনের গা ঘেমে আছে।

অদৃশ্য নখের টানে হ্যারিকসনের বাদামী টি-শার্ট ছিঁড়ে আছে আর পিঠ বেয়ে রক্ত পড়ছে। নখের লম্বা দাগ হ্যারিকসনের পিঠে।

শুভঙ্কর অন্ধকারে রূপ পাল্টে হ্যারিকসন হয়ে গেছে। হ্যারিকসন হয়ে যাওয়াতে অদৃশ্য হাতের তাড়া থেমেছে।

কিছুদূর হেঁটে রাস্তার ডান পাশে হ্যারিকসনের বাড়ির দরজার তালা দেওয়া। কলকাতা পুলিশের অধীনে হ্যারিকসনের বাড়িতে তালা দেওয়া হয়েছে। চাবি ছাড়া তালা খোলা শুভঙ্কর মাধ্যমিকে পড়ার সময়ই শিখেছে। তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে একবার ল্যাবে গেল শুভঙ্কর।

ল্যাবের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল শুভঙ্কর। মুদি দোকানের পাশের ল্যাম্পপোস্ট ঘেঁষে কালো রঙয়ের কুকুর দাঁড়িয়ে। একদৃষ্টে কুকুরটা তাকিয়ে আছে হ্যারিকসনের বাড়ির দিকে। কুকুরটার চোখ জ্বলজ্বল করছে। শুভঙ্কর তখনো হ্যারিকসনের রূপে।

বেডরুমে এসে টি-শার্ট খুলল শুভঙ্কর। তিনটি আঙ্গুলের আঁচড়ে তিন জায়গায় লম্বা হয়ে ছিঁড়ে আছে টি-শার্ট। পিঠে নখের তিনটি লম্বা দাগ। রক্ত বেরোচ্ছে তখনো।

ওয়াশরুমে গেল শুভঙ্কর। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল অনেককিছু। একবার প্যান্টের পকেটে হাত দিলো। হ্যাঁ, জিনিসটা আছে। বেসিনের আয়নার নিচের স্ট্যান্ডে রাখল জিনিসটা। গোসল সেরে বেরিয়ে এসে বিছানায় বসে রইল কিছুক্ষণ।

জামা পরার আগে কিছুক্ষণ নাড়িয়ে দেখল জিনিসটা। তারপর প্যান্টের পকেটে রাখল।

হ্যারিকসনের বিছানায় সাদা চাদর বিছানো। বিছানার মাথার দিকের দেয়াল ছবির ফ্রেমে সজ্জিত। নাইট স্ট্যান্ডের উপর ল্যাম্প। ড্রয়ার খুলে একটা ডায়েরি পেল শুভঙ্কর। বাদামী রঙয়ের ডায়েরি খুলে পড়তে লাগল শুভঙ্কর। দু-তিন পাতা পড়ে ল্যাম্পের পাশে ডায়েরি রেখে হ্যারিকসনের আলমারি

সাস্পিশান ফাইভ

(বর্তমান সময়)

'আঁধার তোমার খুব নিকটে। দেখা হচ্ছে।

---------- নিতীন বসু।'

ঘুম থেকে উঠে খাটের পাশের টুলে এলার্মঘড়ির পাশে একটা চিরকুট পেল শুভঙ্কর। সকাল ন'টা বাজে। গতরাতেও ঘুম হয়নি। ফেলুদার 'হত্যাপুরী', অতঃপর কঠিন চাপা সমীকরণের চাপে ভোর রাত পর্যন্ত টেবিলেই কাটাতে হলো শুভঙ্করকে।

জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে সকালের আলো আসছে। চোখ কচলিয়ে একবার চিরকুটটা হাতে নিয়ে দেখল শুভঙ্কর।

দাদার জন্য নাস্তা বানিয়ে তাকে খাওয়াতে হবে। এছাড়া, হ্যারিকসনের লাইব্রেরির বইগুলোর রহস্য গিলে খাচ্ছে গত দুমাস।

আর কিছু অতিরিক্ত না ভেবে রান্নাঘরে গেল শুভঙ্কর। চিরকুট পড়ে রইল এলার্মঘড়ির পাশে।

দাদা ঘুমোচ্ছেন এখনো। তিনি আর কী-ই বা করবেন। সারাদিন বসে থাকা, ঘুমানো আর খাওয়া। নেই কথা, নেই চলাফেরা, বাইরের আলো-বাতাসও নেই। শুভঙ্কর কখনোই দাদার হুইলচেয়ার ঠেলে সবুজ আস্বাদনে নিয়ে যায় না। যে ঘরটাতে তার দাদা থাকেন, তার বাঁ পাশের দেয়ালে কাচের জানালা।

অথচ ডানদিকে কাত হয়ে যাওয়া মুখটা জানালার দিকে ঘুরিয়ে দেখার সাধ্যিটুকু নেই।

তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। কখনো গুড়িগুড়ি, কখনো ঝুম বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে বৃষ্টি থামলে নিতীন বসু বেরোলেন পাতলা সোয়েটার গায়ে দিয়ে। নার্সারি থেকে টিউলিপের চারা আনার জন্য বের হতে হলো। বেশ কদিন ধরে টিউলিপ নিয়ে ঘাটাঘাটি করছেন নিতীন বসু।

নার্সারি থেকে চারা নিয়ে পুরনো কার মেরামতের গ্যারেজের সামনে আসতেই আবার বৃষ্টি নামল। তাড়াহুড়ো করে পার্কের পাশে ছাউনিতে এসে দাঁড়ালেন। বৃষ্টি আর আসবে না ভেবে ছাতাও আনেননি সাথে।

তখনই হ্যারিকসন যাচ্ছিলেন সে পথ দিয়ে। নিতীন বসুকে দেখে হ্যারিকসন দাঁড়ালেন, 'মি. বোস! আপনি এখানে? ছাতা আনেননি সাথে?' হ্যারিকসনের বলা ইংরেজি বাক্যের বাংলাটা মোটামুটি এরকমই।

নিতীন বসু মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন।

হ্যারিকসন বলে উঠলেন, 'আ'ম সো সরি, আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমার হাতে কাজ আছে, যেতে হবে।'

'ইট'স ওকে, মি. হ্যারিকসন। নাইস টি-শার্ট, বাই দ্য ওয়ে' তাঁর কথার উত্তরে নিতান্ত ভদ্রতার আওয়াজে বললেন নিতীন বসু।

'হ্যাঁ, বুকের মধ্যে শার্লক হোমসের ছবি আঁকা আছে বলেই টি-শার্টটি অর্ডার করে নিলাম।'

শার্লক হোমসের ছবিওয়ালা বেগুনী রঙয়ের টি-শার্ট ছিল হ্যারিকসনের পরনে। 'সি ইউ এট নাইট ইন ইওর লাইব্রেরি' এই বলে হ্যারিকসন যখন চলে যাচ্ছিলেন, লাইব্রেরিয়ান খেয়াল করলেন, হ্যারিকসনের ছাতার রং বাদামী।

রাত আটটার দিকে বৃষ্টি থামল। বোসবাবু তখন ছাউনি থেকে গেলেন চায়ের দোকানে। এমন বৃষ্টির দিনে বার বার চা খেতে ইচ্ছে করে।

চায়ের দোকানের বেঞ্চে যখন বসেছিলেন, তখন রাস্তা দিয়ে শুভঙ্করকে যেতে দেখে হাঁক দিলেন, 'শুভঙ্কর বাবু, ভালো আছেন?'

শুভঙ্কর এক পলক নিতীন লাইব্রেরিয়ানের দিকে তাকাল। তারপর ব্যস্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলো। উত্তর না দিয়েই বোসবাবুকে এড়িয়ে যেতে চাইল শুভঙ্কর। শুভঙ্করের দিকে এক পলক তাকাতেই নিতীন বাবু খেয়াল করলেন, শুভঙ্করের পরনে টি-শার্টে শার্লক হোমসের ছবি। অথচ শুভঙ্কর তো শার্লক হোমসের বই পড়তেই চায় না। এ নিয়ে তর্কও হয়েছে বেশ কয়েকবার।

তিনি খেয়াল করলেন, শুভঙ্করের হাতে ছাতা। অন্ধকারে অবশ্য রংটা বোঝা যাচ্ছে না।

সাস্পিশান ওয়ান

'আমি শুভঙ্কর। দুই বছর আগে যখন কলকাতায় আসি, তখন পরিবারটা বড় ছিল। বাবা-মা এখন নেই। আমার বড় ভাই প্রতিবন্ধী। আমি আমার ঘরে একাই'।

প্রসঙ্গক্রমে লাইব্রেরিয়ানকে কথাগুলো বলল শুভঙ্কর। গত দুমাস ধরে এই লাইব্রেরিতে নিয়মিত আসছে সে।

ফেলুদাকে নিয়ে প্রায়ই আড্ডা হয় তাদের মাঝে। কারণ, শুভঙ্কর প্রায় রাতে আসে। তখন লাইব্রেরিতে ভিড় থাকে না। ফেলুদার বইগুলোই পড়ে সে। লাইব্রেরিয়ানেরও ফেলুদা পছন্দ। তবে তিনি শার্লক হোমসও পড়েন। তবে, শুভঙ্করের শার্লক হোমসের প্রতি একদম আগ্রহ নেই। এ নিয়ে মাঝে মাঝে তর্কও হয় তাদের মাঝে।

আর মাঝরাতে লাইব্রেরিতে আসেন আরেকজন, তাঁর নাম মার্ক হ্যারিকসন। তিনি কলকাতায় আছেন দেড় বছরের মতো হলো। অল্প অল্প বাংলা তিনি যেমন বলতে পারেন, লাইব্রেরিতে এলে অল্প অল্প ইংরেজিতে তার কথার জবাবও দিয়ে দিতে পারেন লাইব্রেরিয়ান। তিনি আবার শার্লক হোমসের বই পড়েন। তার জন্যই লাইব্রেরিতে ইংরেজি বই আনতে হয় লাইব্রেরিয়ানকে। আর লাইব্রেরিটা তাঁর ঘরের সাথেই লাগানো। হ্যারিকসনের অনুরোধেই মাঝরাত পর্যন্ত লাইব্রেরির দরজা খোলা থাকে। তিনি বই পড়েন ভোররাত পর্যন্ত। লাইব্রেরিয়ান মাঝে মাঝে লাইব্রেরির চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েন। হ্যারিকসনের বই পড়া শেষ হলে তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে যান, 'মি. বোস! আই এম লিভিং।'